ফোটো: অংশুমান ভৌমিক

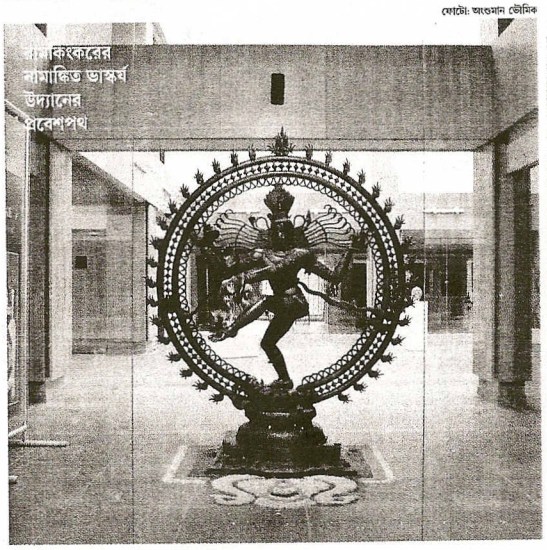

রামকিংকরের নামাঙ্কিত ভাস্কর্য উদ্যানের প্রবেশপথ

ফোটো: অংশুমান ভৌমিক

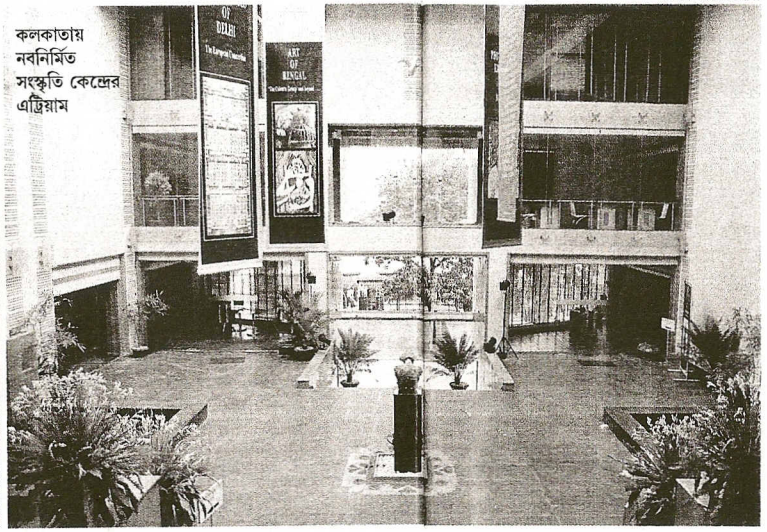

কলকাতায় নবনির্মিত সংস্কৃতি কেন্দ্রের এট্রিয়াম

কূটনীতির পিঠে সংস্কৃতি

সামনের শীতে ইমপ্রেশনিস্টদের আঁকা ছবি বা হেনরি মুরের ভাস্কর্য ভারতে এলে, দিল্লি-মুম্বই-ভোপাল ঘুরে কলকাতায় না এসে আর পারবে না! অবশেষে আন্তর্জাতিক মানের আর্ট গ্যালারি পেয়ে গিয়েছে মহানগর

■ অংশুমান ভৌমিক

এমন একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্যই অপেক্ষা করছিল কলকাতা। ১লা জুন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনসের প্রথম 'কালচারাল ডিপ্লোম্যাসি সেন্টার'-এর উদ্বোধন করেছেন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। ৯এ হো চি মিন সরণিতে আমেরিকান কনসুলেটের ঠিক উল্টো দিকে মাথা তুলেছে এই আন্তর্জাতিক মানের সংস্কৃতি কেন্দ্র যার পোশাকি নাম রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার।

কলকাতার হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটি বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, মায়ানমারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দৌত্যে মধ্যস্থতা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন বিদেশমন্ত্রী। সংস্কৃতির সঙ্গে কূটনীতির এই সহাবস্থানে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত। "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"— কবিবাণীকে পাথেয় করে এই কেন্দ্রের দায়িত্বভার নিয়েছেন রেবা সোম।

"রবীন্দ্রনাথের শহরে তাঁর বিশ্বভারতীর দর্শনকে সামনে রেখে এমন সংস্কৃতি কেন্দ্রই তো হওয়া উচিত ছিল"

রেবা সোম ডিরেক্টর, রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার

"রবীন্দ্রনাথের নিজের শহরে তাঁর বিশ্বভারতীর দর্শনকে সামনে রেখে এমন একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রই তো হওয়া উচিত ছিল," বলছেন রেবা।

কলকাতায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনসের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্টের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। হো চি মিন সরণিতে ৩৪৪২.৫ বর্গ মিটার জমি বিদেশ মন্ত্রকের অধীন আইসিসিআর-এর হাতে তুলে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই অকৃপণ দানের অন্যতম শর্ত ছিল রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে যে বিপুল শিল্পসংগ্রহ আছে তাকে জনসমক্ষে আনা, তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রকল্পটির প্রাথমিক নকশা বেরিয়েছিল প্রখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়ার হাত থেকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, সরকারি কাজকর্মের 'ঢিলেঢালা' চলনে বিরক্ত হয়ে চার্লস কোরিয়া কয়েক বছর বাদেই সরে দাঁড়ান। দায়িত্ব সঁপে যান দুলাল মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে। লাল ফিতের ফাঁসে জেরবার এই প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে দু'বার। অনেক টালবাহানার পর কাজ সারা হয়েছে। "ইট ওয়াজ আ নেলবাইটিং ফিনিশ!" বলছেন রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টারের নবনিযুক্ত ডিরেক্টর রেবা সোম, "সারা জীবন পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে কলকাতায় এসে মনে হচ্ছে— মাই গড! এ আমাদের দেশে করা সম্ভব হয়েছে! " ৪ জুন বিকেলে হঠাৎ এসেছিলেন চিত্রকর ধীরাজ চৌধুরী। ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "এটা হওয়ায় আমরা অনেক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী আরও ভালভাবে পরিকল্পনা করতে পারব।"

পাঁচমহলা এই কেন্দ্রটিতে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত ২৮০ আসনের একটি অডিটোরিয়াম। রয়েছে পাঁচটি স্টেট অব দ্য আর্ট গ্যালারি। একতলায় ক্যাফেটেরিয়া খুলে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। দোতলায় খুলবে স্যুভেনির শপ। তেতলায় লাইব্রেরি আর আর্কাইভ। পরিকাঠামো তৈরি। লাইব্রেরিতে শিল্প ও ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের একটি সম্ভার শোভা পাবে। রেবা চাইছেন আর্কাইভ গড়ে উঠুক কলকাতার বিভিন্ন পারিবারিক সংগ্রহে থাকা চিঠিচাপাটি, দলিল দস্তাবেজ নিয়ে। পাঁচতলা জুড়ে রয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কনফারেন্স সেন্টার। তাতে সারবদ্ধ সেমিনার রুম, লেকচার রুম ও বিজনেস সেন্টার। এই শূন্য ঘরগুলি আসন্ন শীতে সারস্বতচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠবে, এমনটাই আশা রেবার। তার আগে কীভাবে এই কেন্দ্রটি চলবে তার একটি রূপরেখা তৈরি করা কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক কাজ। এই মর্মে কর্পোরেট হাউস, অ্যাড এজেন্সিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত পাকা। অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে সেন্টার চালানোর খরচের জন্য খানিকটা টাকা উঠে আসবে। এট্রিয়ামে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী বা বাইরের লনে ছোটখাটো বইমেলা বসানোর প্রস্তাব এলেও বিবেচনা করা হবে। আগামী কয়েক মাসে কী কী অনুষ্ঠান হবে সেন্টারে তার একটি ফর্দ তৈরি আছে ডিরেক্টরের দফতরে। জুনের শেষাশেষি ইতালীয় দূতাবাসের একটি প্রদর্শনী আসছে। অগস্টের চতুর্থ সপ্তাহে রোম থেকে উড়ে আসছেন গায়িকা ফ্রাঞ্চেস্কা কাসিয়া। ১৯৩০-এর দশকে অ্যালান দানিয়েলু শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় তর্জমা করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুরে বাঁধা সেই অনুবাদগুলি পশ্চিমি ধাঁচে গাইবেন ফ্রাঞ্চেস্কা। ২২ সেপ্টেম্বর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে গাইতে আসছেন পাকিস্তানের সাড়াজাগানো গায়ক শফকত আমানত আলি। আর শীতের কলকাতায় দূতাবাসগুলি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টার যে সরগরম থাকবে তা তো বলাই বাহুল্য। প্রস্তাব এসেছে নিমরানা মিউজিক ফাউন্ডেশন থেকে। তারা কলকাতার বুকে ভের্দির ফরাসি অপেরা 'লা ত্রাভিয়াতা' মঞ্চস্থ করতে চান।

বুঝতেই পারছেন, সামনের শীতে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূত্র ধরে ব্রহ্ম থেকে রেনোয়া-দেগা-মোনের পেইন্টিং বা ইংল্যান্ড থেকে হেনরি মুরের স্কাল্পচার ভারতে এলে, দিল্লি, মুম্বই ঘুরে একবারটি কলকাতায় না এসে পারবে না! ■

আবার যখের ধন

রবীন্দ্রনাথ টেগোর সেন্টারের ইউএসপি কী? এক কথায় বলা যেতে পারে— একাধারে পাঁচ-পাঁচটি আর্ট গ্যালারি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গ্যালারিগুলির অঙ্গসজ্জা, আলোকসম্পাত পরিকল্পনা, শিল্পবস্তুর উপস্থাপন সবই আন্তর্জাতিক মানকে স্পর্শ করেছে। আর সেখানে যে ছ'টি প্রদর্শনী দিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে এই সংস্কৃতি কেন্দ্র তা শিল্পরসিকদের কাছে যখের ধন হাতে পাওয়ার সামিল!

দোতলায় এট্রিয়ামে উঠতেই নজর কেড়ে নিচ্ছে রামকিংকরের গড়া রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জ বাস্ট। বাঁ হাতে বেঙ্গল গ্যালারি। সেখানে চলছে 'বেঙ্গল মাস্টার্স' শিরোনামে একটি প্রদর্শনী। রাজ্য চারুকলা পর্ষদ ও ভাস্কর ভবনের সংগ্রহ নিয়ে গড়ে ওঠা এই প্রদর্শনী জুড়ে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালদের আঁকা ছবি। আছেন চিন্তামণি কর, যামিনী রায়। আছেন রামকিংকর, গোপাল ঘোষ, ইন্দ্র দুগার, চিত্তপ্রসাদ, রথীন মৈত্ররা। একেবারে চাঁদের হাট! অবনীন্দ্রনাথের পেনসিলে আঁকা দিনেন্দ্রনাথের স্কেচ এই রূপনগরের কোহিনুর। রামকিংকরের রবীন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলে পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলে রামকিংকর বেইজ স্কাল্পচার কোর্ট। সেখানে রামকিংকরের গড়া বিনোদিনীর ব্রোঞ্জ পোর্ট্রেটের আশেপাশে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আনা সোমনাথ হোরের দুর্ভিক্ষচিত্র, বিমানবিহারী দাসের আলস্যশায়িতা নায়িকা। 'দ্য আর্ট অফ বেঙ্গল: দ্য ক্যালকাটা গ্রুপ অ্যান্ড বিয়ন্ড...' শিরোনামে আর একটি প্রদর্শনী চলছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্যালারিতে। প্রদোষ দাশগুপ্তের গড়া মূর্তি, পরিতোষ সেনের আঁকা ছবি দিয়ে এই প্রদর্শনী শুরু বলে তাঁদের শিল্পীদল ক্যালকাটা গ্রুপের নামেই প্রদর্শনীর নামকরণ করেছেন রেবা। বিকাশ ভট্টাচার্য, যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন সমেত ৬৩ জন শিল্পীর কাজকর্ম শোভা পাচ্ছে এখানে। রেবা বলছেন, "কলকাতার নামীদামি শিল্পীরা যে ভাবে এই প্রদর্শনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দরকার পড়লে নিজেরাই নিজেদের সেরা কাজগুলি হাতে করে এনে দিয়েছেন, তা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা!" চার তলায় যামিনী রায় গ্যালারিতে চলছে 'জয়সলমের ইয়েলো' শীর্ষক প্রদর্শনী। এর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে আইসিসিআর-এর উদ্যোগে জয়সলমেরে সার্ক দেশভুক্ত দেশের ২৫ জন চারুশিল্পীকে নিয়ে আয়োজিত আর্টিস্ট ক্যাম্পের সৃজনসম্ভার নিয়ে। নন্দলাল বসুর নামাঙ্কিত গ্যালারিও চারতলায়। সেখানে চলছে দুটি প্রদর্শনী। একদিকে শিল্প ঐতিহাসিক বিনয় বেহলের তোলা এদেশের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট গুলির ফটো ডকুমেন্টেশন। অন্যদিকে 'লস্ট প্যালেসেস অফ ডেলহি— দ্য ইউরোপিয়ান কানেকশন' শিরোনামে একটি আর্কাইভাল ডকুমেন্টেশন। গুয়াশে আঁকা দারাশিকো বা নাদির শাহ-র মিনিয়েচার পোর্ট্রেট দেখে রসিকদের তাক লেগে যাবে। প্রদর্শনীর মেয়াদ ১৪ জুন অবধি।

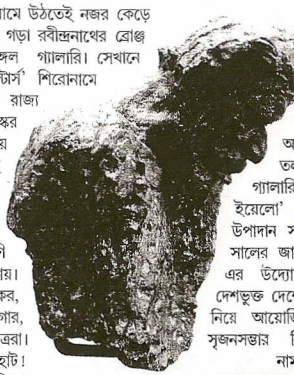

রামকিংকরের গড়া রবীন্দ্র প্রতিকৃতি